85

দৈনিক সংবাদ

তারিখ FEB 14 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ছাত্রলীগের ফ্রাংকেনস্টাইন রাজনীতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ অনেকক্ষেত্রে কমে গেছে বলে সরকারি দলের বিজ্ঞ নেতারা আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলেন। কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি কি? বিএনপি বা এরশাদ আমলের তুলনায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তথা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সন্ত্রাসী তৎপরতা বাস্তবিকই কমে গেছে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকার কিছুটা হলেও কৃতিত্বের দাবি করতে পারে। কিন্তু এই শুভযাত্রার পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে সরকারি ছাত্র সংগঠনের মস্তানি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম যে অশুভ ইঙ্গিত বয়ে আনছে তার দায়-দায়িত্ব কে নেবে?

গতকাল শনিবার প্রায় সকল পত্রিকায় ফলাও করে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের একটি খবর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। খবরের সারমর্ম ছিল মোটামুটি এরকম ঃ গতকাল (শুক্রবার) সকালে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে ৬ ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ ২৫ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ বিভিন্ন ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে। ক্যাম্পাস দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের আকবর গ্রুপ ও তাহের গ্রুপের মধ্যে ভোর ৬টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত এই বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ ঘটে।

সরকার সমর্থক এই ছাত্রসংগঠনটি সংঘাতের জন্যে ভিন্ন মত বা ভিন্ন আদর্শের কোন ছাত্রসংগঠনকে বেছে নেয়নি। নিজ সংগঠনের পাল্টা গ্রুপের বিরুদ্ধেই ৬ ঘন্টা বন্দুক চালিয়েছে এবং এতে ২৫ জনের মতো আহত হয়েছে। ছাত্রলীগের কর্মীরা এই অবৈধ অস্ত্র কোথায় পেল? সরকারি দলের শীর্ষ নেতারা প্রায়ই ঘোষণা দেন 'অস্ত্রধারী যেই-ই হোক তাকে গ্রেফতার করা হবে।' কিন্তু চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের অবৈধ অস্ত্রধারীদের কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না? এর আগে বিরোধী দলের হরতালের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যে যুবককে অস্ত্র নিয়ে উল্লাস করতে দেখা গেল সেই যুবকও সরকারি ছাত্র সংগঠনের। পুলিশ রাজপথে বিরোধীদলীয় সাংসদদের লাঠিপেটা করতে পারে, বিরোধীদলের এ্যাকটিভিস্টকে পাকড়াও করতে পারে আর এই অস্ত্রধারী মস্তানদের নাগাল পায় না- একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যই দলমত নির্বিশেষে সকল দলের অস্ত্রধারী ও সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে হবে।

ছাত্রলীগ নামের যে সংগঠনটি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে উপদলীয় কোন্দলে লিপ্ত হয়েছে, ৬ ঘন্টা ধরে বন্দুকযুদ্ধ করেছে তার অতীত রেকর্ড কিন্তু মোটেই ভাল নয়। এর আগেও তারা বহুবার আত্মঘাতী সংঘাতের ঘটনা ঘটিয়েছে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে মহসিন হলে সাত যুবক খুন হয়েছিল। সেই হত্যাকান্ডের হোতা ছিল তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা শফিউল আলম প্রধান। পরবর্তী সময়ে শফিউল আলম প্রধানরা ছাত্রলীগে থাকেনি। বর্তমান ছাত্রলীগেও যে দু'একজন শফিউল আলম প্রধান নেই তা কেউ হলফ করে বলতে পারবেন না। এই ফ্রাংকেনস্টাইন রাজনীতির শেষ কোথায়?

চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে বন্দুক যুদ্ধের হোতাদের অবিলম্বে গ্রেফতার পূর্বক কোন সন্ত্রাসীকে দলে স্থান দেয়া হবে না- এই মর্মে সরকারি দলের ঘোষণার বাস্তবায়ন চাই।